সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য

সম্পাদনা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

☐ প্রসঙ্গ কিশোর গোয়েন্দা-গল্প সংকলন

'বাঙ্গলায় ভাল ডিটেকটিভের গল্প নেই, একথা বোধ করি আমাদের শিক্ষিত পাঠকগণ অস্বীকার করেন না। চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই পুস্তকে সুপষ্ট দেখিতে পাইবেন।' ১৯০১ সালে প্রকাশিত পাঁচটি গোয়েন্দা-গল্পের সংকলন 'পট'-এর লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় 'দুই একটা কথা'য় এভাবেই গোয়েন্দা-গল্পের সমকালীন চিত্র তুলে ধরেছেন। তবুও সেকালে গোয়েন্দা-কাহিনির পাঠক-সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। একের পর এক গোয়েন্দা-কাহিনি লেখা হয়েছে নানাজনের কলমে, যার শুরু কলকাতা পুলিসের ডিটেকটিভ বিভাগের কর্মচারী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' দিয়ে, ১৮৯২ সালে। পাঠকরা আরও পেয়েছেন গিরিশচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('বাঁকাউল্লার দপ্তর') প্রমুখ লেখকদের। বিদেশে যখন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর শার্লক হোমস ও ওয়াটসনকে দিয়ে পাঠকদের মধ্যে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন (প্রথম উপন্যাস ঃ 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট', ১৮৮৭), তখন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের ক্রাইম-কাহিনির তৃষ্ণা মিটেছে পুলিসি-বিবরণমূলক নানা কাহিনিতে। সেই সব কাহিনি সাহিত্য-রসে বঞ্চিত ছিল, গোয়েন্দা-গল্পের কূট-কৌশল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকাও ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এরই মাঝে সেকালের জনপ্রিয়তম লেখক পাঁচকড়ি দে শার্লক হোমসকে বাংলা-সাহিত্যে হাজির করলেন, 'হরতনের নওলা'র মারফত। ১৯০৪ সালে বেরুল বিদেশি কাহিনির-এর অনুবাদ 'নীলবসনা সুন্দরী'। তখন অনেকেই গোয়েন্দা-কাহিনি লেখার তাগিদে কলম ধরলেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শরচ্চন্দ্র সরকার, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যসেবীদের লেখায় পাঠকরা পেয়েছেন কিছু মৌলিক গোয়েন্দা রহস্য-গল্পের স্বাদ।

এই হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের একজন বহুপঠিত লেখক। তাঁর 'আশ্চর্য-হত্যাকাণ্ড' প্রথম কিশোর গোয়েন্দা-গল্পরূপে চিহ্নিত। প্রকাশিত হয়েছিল 'সখা ও সাথী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক তিনটি সংখ্যায়। ১৮৯৪ সালে। এ কারণে বলা যায়, কিশোর গোয়েন্দা-গল্পের প্রকাশকাল একশো বছরের পুরনো। এই একশো বছরে লেখা অসংখ্য গল্প থেকে চয়ন করে ৬০টি গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। গোয়েন্দা-গল্পের পরম্পরা তুলে ধরতে হয় তো সেই আমলের জনপ্রিয় লেখকদের গল্পও সংকলনভুক্ত করা যেত। কিন্তু এসব গল্পের বিষয় ও ভাষা কিশোর পাঠকদের উপযুক্ত নয় বিবেচনা করে 'সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য'তে সংকলিত হয়নি। এই বই মূলত ছোটদের কথা ভেবেই সম্পাদিত। মনে রাখতে হবে যে, রবার্ট ব্লেকের অমর স্রষ্টা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা-কাহিনি এখনকার কিশোর পাঠকরা সেকালের পাঠকদের মতো একইভাবে রুদ্ধশ্বাসে পড়বেন এমন ভাবার কারণ নেই। অথচ পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, পাঁচকড়ি দে যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে, বিদেশি ডিটেকটিভদের আড়ালে রেখে তার দুই ডিটেকটিভ অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় যখন বাঙালি-পাঠকদের নয়নের মণি, সেই সময় বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যের আসরে এসেছেন দীনেন্দ্রকুমার, প্রথমে 'নন্দন কানন' (প্রথম প্রকাশ ঃ ফাল্গুন ১৩০৭) ও পরে 'রহস্য লহরী' সিরিজের মাধ্যমে। এসেই তিনি বাঙালি পাঠকের মন জয় করে নিলেন। প্রথমে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় কিছু মৌলিক গোয়েন্দা-গল্প লিখেছেন। 'পট'-এর মুখবন্ধে তিনি নিজেই লিখছেন ঃ 'এই পুস্তকে প্রকাশিত কোন কোন গল্পের উপাদান ইংরেজি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।' 'রহস্য লহরী' সিরিজে তিনি লিখেছেন ২১৭টি ডিটেকটিভ কাহিনি। 'গোয়েন্দা কাহিনী'

নিবন্ধে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন; 'সেযুগে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না। এক বিলিতি পাক্ষিক থেকে দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করতেন। শেষের দিকে কোন কোন বইয়ে অনুবাদ কি রকম ভাল হয়েছে বোঝাবার জন্য ইংরাজির উদ্ধৃতি থাকত। ... রবার্ট ব্লেকের সব গল্পগুলি সেক্সটন ব্লেক থেকে নেওয়া নয়, অন্য বিদেশী লেখকদেরও দীনেন্দ্রকুমার রায় ব্যবহার করেছেন। গ্রে প্যান্থারের শব্দে ও দস্যুদলের মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজের ফলে বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের কণ্ঠস্বর প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। অল্প বয়সে যাঁরা মেহেরপুর বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মুদ্রিত 'রহস্য লহরী' গ্রন্থমালা পড়েছিলেন তাঁদের এখন এইসব বই পড়ে তত ভাল হয়তো লাগবে না। মনে হতে পারে কী মন্ত্রে এই সব বই একদিন হৃদয় জয় করেছিল এখন ভেবে পাওয়া কঠিন। একথা হয়তো ঠিক যে রবার্ট ব্লেক ও স্মিথ প্রায় বাংলাদেশের ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। যে বালক বিদেশের আর কোনো খবর জানে না, দস্যুদল অধ্যুষিত লন্ডনের উপকণ্ঠ, পিকাডেলি পাড়া বা টেম্‌স্ এম্‌ব্যাঙ্কমেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল।' (বিভাব, বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৩৯৪)

কিশোর গোয়েন্দা-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'পদ্মরাগ'-এ জাপানি ডিটেকটিভ হুকা-কাশিকে এনে আসর মাত করে দিলেন সেই ১৯২৮ সালে,'রামধনু' পত্রিকার সহায়তায়। ছোটদের জন্য নির্ভেজাল গোয়েন্দা-কাহিনি আমরা পেলাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্বল্পকালীন সাহিত্যজীবনে। মৌলিক গোয়েন্দা-গল্প না লিখলেও কুলদারঞ্জন রায়ও চমৎকার অনুবাদ করেছেন শার্লক হোমসের গল্প। ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাদ তাঁর লেখায় পাঠকরা পেয়েছেন 'বাসকারভিলের কুকুর' ও 'শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্তি।' মৌচাক পত্রিকায় বাসকারভিলের কুকুর হয়ে গেল 'জলার পেত্নী'। লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তারপর 'কুলদারঞ্জনের খেই ধরে নিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)। হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন চৌকস সাহিত্যিক। ... তিনি ফিরে এলেন ডিটেকটিভ গল্পে এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত রসের কাহিনীতে। এইবার তাঁর আবির্ভাব হল ছেলেদের মৌচাক পত্রিকায় (১৩৩০)। এ সবেরই বিষয় বা বস্তু ছিল বিলিতি। তবে হেমেন্দ্রকুমার-এর লেখনীতে বিদেশি বস্তু যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে দেশি রূপ ও রস প্রাপ্ত হয়েছিল। বিদেশি বস্তুকে আত্মসাৎ করার কৃতিত্বেই আলোচ্যকাল মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনী রচয়িতা। কৈশোরিক সাহিত্যকে তিনি বয়স্কের উপভোগ্য করতে পেরেছিলেন' (ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, সুকুমার সেন)। বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনিতে হেমেন্দ্রকুমার প্রথম বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করলেন। অপরাধ সম্পাদন ও অপরাধী নির্ণয়ে নৈপুণ্য দেখালেন, আনলেন একজন ডিটেকটিভ জয়ন্ত, আর তাঁর দুই সহযোগী অ্যাসিসটেন্ট মানিক ও পুলিস ইন্সপেকটর সুন্দরবাবুকে।

বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনির ধারাবাহিক ইতিহাসের আর এক মাইলস্টোন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী পত্রিকায় তিনি ১৩৩৯ সালে 'পথের কাঁটা দিয়ে শুরু করেন তাঁর অভিযান। ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত ৯টি গোয়েন্দা-গল্প লিখে, সাময়িক বিরতির পর আবার ১৩৫৮ থেকে ১৩৭০ পর্যন্ত গল্প-উপন্যাসের ফুলঝুরি ফুটিয়ে বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা-কাহিনিকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এর মাঝে দেবসাহিত্য কুটির আমাদের উপহার দিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিশ্বচক্র, পিরামিড, প্রহেলিকা ও কৃষ্ণা সিরিজের মাধ্যমে হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের। এই প্রকাশন সংস্থা কিশোরদের পূজাবার্ষিকীগুলোতেও হাজির করেছেন বহু দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার-রহস্যকাহিনি। সুধীন্দ্রনাথ রাহা, সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ ভড়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সুবোধকুমার দাশগুপ্তরাও ভালো গোয়েন্দা-কাহিনি লেখেন দেবসাহিত্য কুটিরে। আর ছিল অপ্রতিরোধ্য দস্যুমোহন (শশধর দত্ত), দীপক চ্যাটার্জী (স্বপনকুমার), কিরীটি রায় (নীহাররঞ্জন গুপ্ত)। বড়দের জন্য গোয়েন্দা-কাহিনি লেখার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে যার বিবরণ আমরা পেতে

পারি আচার্য সুকুমার সেনের 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' গ্রন্থে বা 'গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা' সংকলনের রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পাদকদ্বয়ের গবেষণামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। একসময় বড়দের জন্য প্রকাশিত 'রোমাঞ্চ' (১৯৩২), 'রহস্যপত্রিকা', 'গোয়েন্দা', 'তদন্ত' প্রভৃতি পত্রিকা ঘিরে সেরা সাহিত্যিকদের গোয়েন্দা-কাহিনি লেখার উৎসাহ বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে ছোটদের জন্য গোয়েন্দা-কাহিনি পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে 'মৌচাক, 'শুকতারা', 'আনন্দমেলা', 'সন্দেশ', 'কিশোরভারতী' এবং কিছুদিনের জন্য 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ' পত্রিকাগুলোকে। ছয়-এর দশকে কিশোরদের জন্য গোয়েন্দা-গল্পে হাত দিলেন বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র শিল্পী সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে। ফেলুদা, তপসে এবং জটায়ু বাংলার কিশোর-কিশোরীদের তো বটেই বয়স্কদেরও চমৎকৃত করল। সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-কাহিনির অসম্ভব জনপ্রিয়তা অনেক নবীন লেখককেও অনুপ্রাণিত করেছে। আট-এর দশক তাই হয়ে উঠেছে কিশোর গোয়েন্দা-কাহিনি লেখার দশক।

গোয়েন্দা-কাহিনি বিষয়ে এক সময় বাংলা-সাহিত্যে কিছুটা বিরূপতা ছিল সন্দেহ নেই। অনেকেই একে সাহিত্যভুক্ত করায় আপত্তি জানাতেন। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মনেও কিছু দ্বিধা ছিল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা-কাহিনিকে সাহিত্যের আঙিনায় বিশিষ্ট মর্যাদা দিলেন। সেজন্যই বোধ হয় আমরা সত্যজিৎ রায়কে পেয়েছি। পেয়েছি অন্যদের সঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকেও। এই শক্তিমান সাহিত্যিকদের লেখনীর যাদুস্পর্শে গোয়েন্দা-কাহিনি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কুসুমিত হল নানা ভাবে।

কিশোর-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল, গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ে ছোটরা অপরাধপ্রবণ হয়ে যেতে পারে, খুন-জখম ও বীভৎস-রস তাদের মনে অশুভ প্রভাব ফেলে হয়তো। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'অ্যাডভেঞ্চার চাইলেও তাদের নিচু ধরনের খুন-খারাপির গল্প বলা অন্যায়।' একথা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। তবু বলব, টিভি-কালচারের এই যুগে ছোটরা আর সেই অর্থে ছোট নেই। তারা এখন অনেক পরিণত। তারা এখন নীহাররঞ্জন পড়ে। শরদিন্দু তাদের কাছে খুবই প্রিয়। খুন নেই, গা ছম্‌ছম্‌ রহস্য নেই, শ্বাসবন্ধ হয়ে-যাওয়া ভৌতিক পরিবেশ নেই এমন কাহিনি অনেক সময় তাঁরা ছুঁয়ে দেখতে চায় না। তা হলেই কি আমরা মনে করব, এই সব গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠবে? খুন করার কৌশল শিখবে? বিমল কর লিখেছেন, 'গোয়েন্দা বই পড়ে কেউ খুন শেখে না'। আমাদের ধারণাও তাই। প্রতিটি গোয়েন্দা-কাহিনিতেই অপরাধ যেমন আছে, তেমনি আছে অপরাধীর শাস্তিও। যত কূটকৌশলেই অপরাধী তার কাজ হাসিল করুক না কেন, সে ডিটেকটিভরূপী লেখকদের হাত থেকে রেহাই পায় না শেষপর্যন্ত। শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হয়। এই শিক্ষাও তো পায় নবীন পাঠকরা। ফলে অপরাধ সম্পর্কে তাদের ভয় জন্মে নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের চিন্তাশক্তির বিকাশও হয়। নারায়ণ সান্যালের কথায় বলা যায় ঃ 'বাজে গোয়েন্দা গল্প পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বটে। কিন্তু সত্যিকারের ভালো ডিটেকটিভ গল্পে বুদ্ধি ভীষণ হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, দৃষ্টি গভীরতর হয়, বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে। গোয়েন্দা-গল্প মানে শুধু খুন-জখম নয়, গোয়েন্দা-গল্প মানে একটা বড় জাতের ধাঁধা। গোয়েন্দা তার সমাধান দেবার আগে পাঠককে সমাধানে পৌঁছতে হবে। সমাধানটা থাকবে পাঠকের চোখের সামনে, অথচ তার নজর পড়বে না।'

গোয়েন্দা-কাহিনি এখন শুধু খুন-খারাপির মধ্যে নেই। কত বিচিত্র বিষয় এসেছে। সিদ্ধার্থ ঘোষ রোবট-গোয়েন্দা বানিয়েছেন। পরিমল গোস্বামী গোয়েন্দাদের নিয়ে রসিকতা করেছেন, 'বাগে পেয়েও অপরাধী ডিটেকটিভকে মারে না। মেরে ফেললে আর গল্প হবে কি করে?' প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোয়েন্দা পরাশর বর্মা কবিতা লেখেন। হুকা-কাশির কথা মনে রেখে শিবরাম চক্রবর্তী 'কল্কে-কাশি'কে দিয়ে নানা কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টিটো-পাপান, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ফটিক,

আশাপূর্ণা দেবীর বটকেষ্ট সর্দার ও যোগা মণ্ডলও গোয়েন্দা তো বটেই। 'গোয়েন্দা ও চোর একই শ্রেণীর, দুজনেরই প্রয়োজন একটি শাগরেদ। চোরেরও গোয়েন্দারও' (আশাপূর্ণা দেবী)।
গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন অনেক হবু-গোয়েন্দা। তাদের নিয়ে সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, সুনির্মল বসু, লীলা মজুমদার ও অজিতকৃষ্ণ বসু কী হাস্যরসই না পরিবেশন করেছেন! আর ক্ষুদে গোয়েন্দারা কেমন পাকা মাথায় কাজ করেছে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে নানা গল্পে।
এই সংকলনে ৬০ জন বিশিষ্ট লেখকের গল্প প্রকাশ করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে কিশোরদের জন্য আর কেউ ভালো গোয়েন্দা-গল্প লেখেননি। আরও অনেকেই ছোটদের জন্য দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার গল্প লিখেছেন। এই সংকলনের কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকায় ইচ্ছে থাকলেও সবার লেখা সংকলিত করা যায়নি বলে সম্পাদক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।
বাংলা ভাষায় বানান নিয়ে এখন রীতিমত গবেষণা চলছে। কিশোর পাঠকরা যাতে বানানের গোলকধাঁধায় না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সব গল্পের বানান একরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবলমাত্র প্রথম গল্প 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড'-র বানান আগের মতোই রাখা হয়েছে একশো বছর আগের ভাষা এবং বানান এই দুইয়ের সঙ্গে কিশোর পাঠকদের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে।
এই সংকলন প্রকাশে নানাজনের সহায়তা পেয়েছি। প্রথমেই নাম করব 'পুনশ্চ'-র তরুণ কর্ণধার সন্দীপ নায়কের। কথাচ্ছলেই যে-সংকলন প্রকাশের প্রসঙ্গ উঠেছিল তা রূপায়িত করার ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য যে কোন ঝানু-গোয়েন্দাপ্রবরের সঙ্গে তুলনীয়। সহায়তা পেয়েছি কমলকুমার নিয়োগী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীন্দ্র ভৌমিক, সুকান্ত বিশ্বাস, সুধীন্দ্র সরকার, অশোককুমার মিত্র সহ অনেকের কাছ থেকেই। প্রথম কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা-গল্পটি সংগ্রহ করে দিয়ে বিমলকুমার পাল পাঠকদেরও ধন্যবাদের পাত্র হবেন আশা করি।
সবশেষে জানাই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যাঁরা গল্পগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। কয়েকজনের গল্প প্রকাশের অনুমতি নানা কারণে সংগ্রহ করতে পারিনি। সেজন্য তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কিশোরদের জন্য এই গল্প-সংগ্রহ, তাদের কথা মনে রেখে এঁরা আমাদের মার্জনা করবেন—এই প্রত্যাশা।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

☐ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অল্প দিনের মধ্যে এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন হওয়ায় একথাই প্রতিষ্ঠিত হল যে, কিশোর ও বয়স্ক পাঠকরা গোয়েন্দা-গল্প পড়তে ভালোবাসেন। একই সঙ্গে বলা যায়, 'সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য' ও তার গল্পগুলো পাঠকদের মনোরঞ্জনে সফল হয়েছে। সেজন্য আমরা আনন্দিত।
এবার নতুন হরফে, নতুন আকারে বইটি সাজানোর যে প্রয়াস প্রকাশক নিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১০টি নতুন গল্প যুক্ত হল। প্রথমে ছিল ৬০টি, এবার এই সংস্করণে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ৭০টি গল্প। একশো বছরের গোয়েন্দা-গল্পের সম্ভার খুবই সমৃদ্ধ, সে-তুলনায় এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। আয়তনের কথা মনে রেখে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই আমাদের।
আশা করি, এই নতুন সংস্করণের 'সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য'ও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়
গড়িয়া, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সূচীপত্র

আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড	হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৯
জাল ডিটেকটিভ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১৫
বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২০
ডিটেকটিভ	সুকুমার রায়	২৭
বাবা মুস্তাফার দাড়ি	হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৯
নিরুদ্দেশ	সুবিনয় রায়	৩৪
সীমন্ত-হীরা	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
লন্ডন-রহস্য	পরিমল গোস্বামী	৫৬
চোর-চক্রান্ত	সুকুমার সেন	৬৬
গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি	সুনির্মল বসু	৭২
শার্লক হোমস দি সেকেন্ড!	শিবরাম চক্রবর্তী	৭৪
হীরক-রহস্য	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	৭৭
কৃত্তিবাসের অজ্ঞাতবাস	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮৪
তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৯১
গোলকধাম	লীলা মজুমদার	৯৬
সুজন সিং-এর সংবর্ধনা	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	১০২
মনিষ্যির রক্ত	আশাপূর্ণা দেবী	১০৮
একটি চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনি	সুকুমার দে সরকার	১১৫
ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি	প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত	১২১
বিড়ালের চোখ	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১২৬
সামান্য একটি পোস্টকার্ড	চিরঞ্জীব সেন	১৩৩
ডিটেকটিভ পরশুরাম	অজিতকৃষ্ণ বসু	১৩৭
লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড	ধীরেন্দ্রলাল ধর	১৪১
চুরির তদন্ত	প্রতিভা বসু	১৪৬
গোয়েন্দা গণ্ডালু	নলিনী দাশ	১৫৩
অল্পের জন্য	ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী	১৬৩
কাঠের পা	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৭০
সিগারেট কেস	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮১
টর্চ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৬
ইঁদুরের খুটখুট	সমরেশ বসু	১৮৮
কেঁচো খুঁড়তে সাপ	বিমল কর	১৯৫
যমালয়ের টিকিট	মনোরঞ্জন ঘোষ	২০৮
কৈলাস চৌধুরীর পাথর	সত্যজিৎ রায়	২১৫

শার্লক হেবো ফিরে এলেন	নারায়ণ সান্যাল	২৩০
চক্ষু-কর্ণ	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২৪৩
গোয়েন্দার নাম গোগো	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	২৪৬
খবরের কাগজ	শ্রীধর সেনাপতি	২৫৪
আদিপর্ব	জয়ন্ত চৌধুরী	২৫৭
কচুরিপানা রহস্য	মঞ্জিল সেন	২৬৪
ওয়াটসনের বোকামি	হিমানীশ গোস্বামী	২৭২
পন্ড পিকনিকের উৎসে	রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়	২৭৭
ঘাসফুল	সঙ্কর্ষণ রায়	২৮৩
প্রেত-কুকুর	নটরাজন	২৯০
করমন্ডলে হীরা	মীরা বালসুব্রমনিয়ন	২৯৮
রাত তিনটে দশ	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৪
ঘড়ি-রহস্য	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৩০৮
থ্রি চিয়ার্স ফর জাম্বো	পূর্ণেন্দু পত্রী	৩১৪
অলৌকিক আখড়া রহস্য	অদ্রীশ বর্ধন	৩২১
লাহিড়িমশাই	সুকুমার ভট্টাচার্য	৩৩১
দ্বিতীয় অভিযান	প্রফুল্ল রায়	৩৩৬
আয়না	আনন্দ বাগচী	৩৪৪
কঠিন শাস্তি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪৮
বাঘা গোয়েন্দা সত্যজিৎ	পরিচয় গুপ্ত	৩৫৪
ফটিকের কেরামতি	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৩৬২
বাচ্চাটা এত কাঁদছিল কেন	পবিত্র সরকার	৩৬৬
বলুন ঠিক করেছি কিনা	নির্মলেন্দু গৌতম	৩৭১
আসল নকল	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৩৭৭
সোমনাথের গোয়েন্দাগিরি	সুভদ্রকুমার সেন	৩৮৪
অপহরণ সিরিজ	শেখর বসু	৩৮৮
জুহু বিচে তদন্ত	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	৩৯৩
লাখ টাকার পাথর	সমরেশ মজুমদার	৩৯৯
কড়াইশুঁটি-রহস্য	বলরাম বসাক	৪০৪
চুরির গন্ধ	হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৪১১
পুরস্কার পাঁচহাজার ডলার	সুজন দাশগুপ্ত	৪১৪
নাওল-এর লাঠি	চিত্রা দেব	৪২১
অ্যালটিনো হিলটপের ম্যাজিশিয়ান	বাণীব্রত চক্রবর্তী	৪৩৩
গোয়েন্দা হলেন যন্ত্রভূষণ	সিদ্ধার্থ ঘোষ	৪৩৯
পাখি ধরা	অনীশ দেব	৪৪২
একটি টিকিটের সূত্রে	শিবায়ন ঘোষ	৪৪৮
চৌকাঠের ওপারে	কিন্নর রায়	৪৫৪
লেখক-পরিচিতি		৪৫৭

আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড!

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

(আমার কথা)

(১)

সকাল হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। ভাদ্রের ভরা বর্ষা, রাস্তা ঘাট কাদায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। খাল বিল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার পর একটু বৃষ্টি কম পড়ে, কিন্তু আকাশে মেঘের ঘটার সেই রূপ আড়ম্বরই ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরই পাড়ায় বাহির হই, কিন্তু সেইদিন সেই অন্ধকারে, কাদা পিছলের মধ্যে লণ্ঠন হাতে করিয়া বর্ষার পথ হাঁটা বড় সুবিধাজনক বোধ হইল না। কাজেই সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ছিলাম।

খানিকক্ষণ একখানা বই লইয়া একটু পড়িলাম। বর্ষার সঙ্গে যেন বিষণ্ণতার একটা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ। যে দিন রোদ হয়, গাছ পালা, নদ নদী—সমগ্র প্রকৃতির ছবিখানি রোদে হাসিতে থাকে, সে দিন কেমন মনে একটা স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আপনিই জাগিয়া উঠে। কিন্তু মেঘ ঝড়ের দিন কি যেন একটি বিষণ্ণভাব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভাসাইয়া তুলে, আমরা হাজার চেষ্টা করিয়া তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারি না।

যাউক, এই বর্ষায় কাজেই আমার বই ভাল লাগিল না। আমি বইখানি তুলিয়া রাখিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে গিয়া বসিলাম, তাহাদের পড়াশুনাও একটু দেখিলাম, কিন্তু তাহাতেও যেন আমার প্রাণের তৃপ্তি হইল না। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া, বিছানায় গিয়া পড়িলাম।

বেশ সেদিন শীত পড়িয়াছিল, বিছানায় শুইতেই একটু তন্দ্রা আসিল। তার পর কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই, কিন্তু সেই গভীর রাত্রে, সহসা কে যেন আমার ঘরের দোরে দুই তিন বার জোরে জোরে আঘাত করিল। সেই আঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোর তখনও যায় নাই। আঘাতের উপর আঘাত, তার পর কে যেন কাতর কণ্ঠে ডাকিল "অঘোর বাবু—অঘোর বাবু"। আমি কার আওয়াজ ঠিক করিতে পারিলাম না, কিন্তু বোধ হইল তাহা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর, আবার তাহা যেন ভয় পাওয়ার মত।

এত রাত্রে কোন প্রতিবেশিনী হয়ত বিপদগ্রস্ত হইয়া আমার বাড়ী আসিয়াছে, এই ভাবিয়া আলো জ্বালিবার উদ্যোগ করিলাম। মাথার নিচে দেশলাই রাখা অভ্যাস ছিল, বিছানার ভিতর হইতেই হাত বাড়াইয়া আলো জ্বালিলাম। এবার বাহিরের দ্বারে আবার উপরি উপরি দুই তিনবার আঘাত হইল, বাহিরের ব্যক্তি বলিল—"ন বাবু শীঘ্র দোর খুলুন সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

আমি তাড়াতাড়ি দোর খুলিয়া ফেলিলাম। আমি ভাবিয়া ছিলাম, আমার বাসার পার্শ্বে একটি হিন্দুস্থানীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংকটাপন্ন পীড়া। তাহার বাটীর হয়ত কেহ হইবে; কেন না বাহিরের স্ত্রীলোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতেছিল।

কিন্তু দোর খুলিয়া দেখিলাম, সে সেই হিন্দুস্থানীর দাসী নয়, আমার এক খুড়তুত ভাই এর পরিবারভুক্তা দাসী। আমার বাসা হইতে তাঁহার বাড়ী চার রশি দূরে।

আমার নিজের একটু পরিচয় দিই। আমি তখন দেওঘরে গিধোড়ের রাজার অধীনে চাকরী করিতাম। আমার বাসার সন্নিকটে অর্থাৎ এক মহল্লার সীমায় আমার এক জ্ঞাতি ভাই থাকিতেন। তিনি মোটা মাহিনা পাইতেন। এখন চাকরিতে ইস্তফা দিয়া, পীড়ার জন্য অনেক দিন ধরিয়া বৈদ্যনাথে বাস করিতেছিলেন।

দাদার বাড়ীর দাসী নুরীকে সেই রাত্রে দেখিয়া আমি বলিলাম, "নুরী কি হইয়াছে বল্ দেখি! কিসের সর্ব্বনাশ! দাদা ভাল আছেন ত?"